

ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদক, কালের কণ্ঠ



নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা দরকার। নারী-পুংখ উন্নয়ন প্রকল্পেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, মোদায়েনা আওয়ালি করতে হবে।

রুকে বড় রাখে বিভিন্ন পরিচালনা এক কর্মসূচী মেয়েকে নিয়ে যা গণেশ পূর্ণ ব্যাপক সমালোচনা করা।

রোকিয়া আক্তার বেগম ডিকারনালিমনা নূন তুলু অ্যাং করকার



স্বপ্নের নইতে মেস্ট্রেশিয়নের বিষয়টা থাকবেই সেটা পড়ানো হয় না। তার একমাত্র কারণ হলো, বিস্মৃতি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্য আওয়ালি হয় না।

প্রীতি চক্রবর্তী ডেয়ারমান আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল



আজ থেকে গ্রেজা ৪০ বছর আগে কলকাতা থেকে এসেছি। মেস্ট্রেশিয়নের ট্রাউটলোকে যে কলকাতা থেকেই, সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ফায়োজা আহামেদ অনিয়ার ইন্সটিটিউট (সাইবট সাইকোলজি) আবার সাইকোলগি সোশ্যাল কাউন্সেলর শিভ বিকাশকর, ঢাকা শিভ হাসপাতাল



আমাদের এই মেস্ট্রেশিয়নের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের উচিত হবে। আমাদের উচিত হবে। আমাদের উচিত হবে।

মেনস্ট্রুয়েশন মেয়েলি নয়, প্রকৃতির প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা

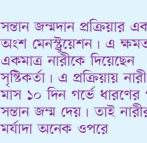
নারীর প্রজননচক্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত 'পিরিয়ড' বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কথা বলতে বাছন্দনা বোধ করে না এ দেশের নারীরা। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মটিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে কুসংস্কার হিসেবে বয়ে বেড়াচ্ছে এ দেশের মেয়েরা।

মেহের আহমেদেজ চমকি প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশুবিহার মন্ত্রণালয়



সন্তান জন্মান প্রক্রিয়ার একটি অংশ মেনস্ট্রুয়েশন। এ ক্ষমতা একমাত্র নারীকে দিয়েই সৃষ্টিকর্তা। এ প্রক্রিয়ায় নারী ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত বাসন্তের পর সন্তান জন্ম দেয়।

নারিন ফাতেমা আউয়াল পরিলকন, মাদিগোয় গ্রুপ



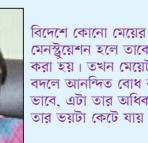
আমাদের দেশে শহরের মেয়েরা পিরিয়ড নিয়ে কথা বললেও গ্রামের মেয়েরা এটা নিয়ে কথা বলতে যায় না। মাসিকের সময় এবং এর পরপরই সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটা ব্যাপার মাসিক।

হানি জাহান পরিলকন, গ্রেডোয় অ্যাং পলিন, গ্যারার এইচ



আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



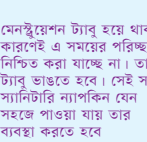
আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

শায়লা পারভীন মাদানোর করপোরেশন অ্যাডভান্সং ও গিলসহর কমিউনি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার



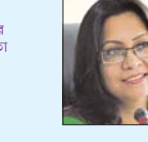
মেস্ট্রুয়েশন এখনো একটা ট্যাবু (নিষিদ্ধ বিষয়) হয়ে আছে। বিস্মৃতি ট্যাবু হয়ে থাকলে মেয়েরা অতিরিক্ত হচ্ছে।

মেনস্ট্রুয়েশন ট্যাবু হয়ে থাকার কারণেই এ সময়েই পরিষ্কৃত্য নিন্তে করা বাসন্তে।



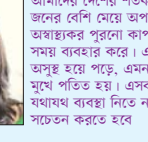
মেস্ট্রুয়েশন এখনো একটা ট্যাবু (নিষিদ্ধ বিষয়) হয়ে আছে। বিস্মৃতি ট্যাবু হয়ে থাকলে মেয়েরা অতিরিক্ত হচ্ছে।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



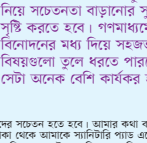
আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

ফাতেমা বেগম অতিরিক্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ



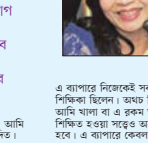
মেস্ট্রুয়েশন নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত মন্ত্রণালয় সচেতন হতে হবে। আমরা করা যাবে।

বিদ্যালয়ের মাঝে মেস্ট্রুয়েশন নিয়ে সচেতনতা বাড়াবারে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।



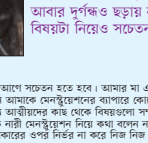
বিদ্যালয়ের মাঝে মেস্ট্রুয়েশন নিয়ে সচেতনতা বাড়াবারে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

অমি আলামগীর নসরীন্দিনী



আমি অনেক ছাত্রদের, কলার আমার যা মেস্ট্রুয়েশন প্রকল্প আমার আশঙ্কিত করেছিল।

কুবাইয়া নূরাত পলিন কলার অ্যাডভান্সং সেন্টার, গ্যারার এইচ



আমি অনেক ছাত্রদের, কলার আমার যা মেস্ট্রুয়েশন প্রকল্প আমার আশঙ্কিত করেছিল।

আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।



আমাদের দেশের শতকরা ৫৮ জনের বেশি মেয়ে অর্পিতকর্মের ও অন্যান্যকর পুরনো কাপড় মালিকের সময় ব্যবহার করে।

ফারনাজ আশাম শেরিন পরিলকন, উইনমেন ওয়ার্ল্ড



আমার মা মেস্ট্রুয়েশনের ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছিলেন।

টিশম্মী শিকদার মসকরী ডায়াবল, মুর্শিদাবাদ জেলা হাসপাতাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের ট্রাউটলোকে পরিষ্কৃত্য নিয়ে কথা বলতে গেলে (আইবলি মেয়েরা অন্য) স্যানিটারি ন্যাপলিন উচিত হবে।

মেহের নিহার আন্তঃজাতকেনি অফিসার বাংলাদেশ বিমান এভি অ্যাং সার্ভিসেস ট্রাউট (স্ট্রাউট)



সুখী সময় পড়তে পড়তেই বোনা নারী যারা, শিশু ও অধিকার নিয়ে কাজ করে।

সুধিরা জাকের জেপি বাংলাদেশ জার্নাল মহিলা ট্রাউট সেন্টার



আমাদের পরিষ্কৃত্য সমস্যাগুলো সম্পর্কে অসচেতন থাকলে এ সমস্যাগুলোতে আমরা ছুটি পাই।

জ্যোতিকা গোস্বাতি অতিথি



আমি যখন ছিলাম, নারী-পুংখ উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই পিরিয়ড নিয়ে আওয়ালি করা দরকার।





State Minister for Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki speaks at a roundtable titled "Let Us Talk about Menstruation" at the auditorium of East West Media Group Limited (EWMGL) in the city's Bashundhara Residential Area on Saturday. The daily Kaler Kantho, WaterAid Bangladesh and SMC jointly organised the programme.

## Kaler Kantho Roundtable

# Call for creating awareness about menstrual hygiene

STAFF CORRESPONDENT

Speakers at a roundtable on Saturday stressed the need for creating awareness among women, particularly adolescent girls, about menstrual hygiene to check reproductive health hazards.

Many women and adolescent girls suffer various

problems during their menstruation but they do not discuss this physical condition with anybody out of shyness, they said.

The discussants stressed that only mass awareness and social campaign can help women stay healthy and remain mentally sound by coming out of the prevailing perception.

Bangla daily Kaler Kantho organised the roundtable styled 'Let's talk about Menstruation' jointly with Water Aid at the conference room of East West Media Group Ltd at Bashundhara Residential Area in the capital.

Women and Children Affairs Minister Meher Afroz Chumki attended the

programme as chief guest while Additional IGP Fatema Begum, Director of Multimode Group Nasreen Fatema Awal, Former principal of Viqarunnisa Noon School and College Rokeya Akhter, Associate Professor of BSMMU Dr. Fouzia Hossain and Chairman of Ayesha Memorial Hospital Preeti Chakroborty were present.

Kaler Kantho Editor Imdadul Haq Milon gave welcome speech at the event moderated by Hasin Jahan, director (programme and policy) of Water Aid.

In her speech, Meher Afroz Chumki said many women suffer various serious diseases, infection and

Page 15 Col 2



## Call for creating awareness

From Page 16

other forms of health hazard due to lack of awareness about menstruation.

"Menstruation is not a natural physical process of women. It is not a matter of secret," she pointed out

"The issue is no more a social taboo. Now women are becoming aware about menstruation. If the trend continues, we will come out of the old social perception," she said.

She said, "Parents should be friendly with their daughters so that their beloved children do not think that menstruation is a problem."

Alongside educational institutions, friends and classmates have a great role to play in this regard, Chumki added.

In his welcome speech, Kaler Kantho Editor Imdadul Haq Milon said there is no alternative to creating awareness about menstruation for the sake of women's health.

He called upon the me-

dia to play a vital role in removing negative notion of commoners about menstruation.

Termining menstruation a natural process of human creation, Fatema Begum said that there is no scope to think menstruation negatively.

"We have to take menstruation positively. Media can play a big role in creating positive thinking over menstruation in the minds of everybody, she added.

Nasreen Fatema Awal said women usually go through physical pain during menstruation and intensifies while mental pain adds to the physical pain.

Dr. Fouzia Hossain said that menstruation is not a disease. It is normal process of women body, she added

"During menstruation, a girl faces various obstacles in her house and educational institution. This situation will disappear if we create awareness about it, she said.

Dr. Fouzia also urged

the school authorities to ensure separate wash-room and provide sanitary pads for the comfort of girls during their menstruation.

Former principal of Viqarunnisa Noon School and College Rokeya Akhter said that girls go through tremendous pressure at home and school during menstruation.

Stressing the need for educating at schools on menstruation she said though the topic is included in textbooks but it is often avoided as teacher-student relation is yet to be developed at that level to talk about the matter.

Singer Akhi Alamgir, Cricketer Sathira Jaker Jesi, Senior Instructor of Dhaka Shishu Hospital Fayeza Ahmed, advocacy officer of BLAST Meher Nigar, Actress Jyothika Jyothi, Director of Woman's World Farnaz Alam Sherin and Manager of Social Marketing Company Shaila Parveen also spoke at the programme.





ছবি : কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ, এসএমসি ও ওয়াটার এইড গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত অতিথিরা।

# মাসিক সচেতনতা বাড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নারী স্বাস্থ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য ও স্বাভাবিক অংশ 'মাসিক'। এখনো আমাদের সমাজে অনেকে এটিকে অস্বাভাবিক ও লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এখনো এটিকে গোপন বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে অনেক মেয়ে এ সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখে এবং মাসিকের সময় যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে পারে না। এতে করে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে এমনকি মৃত্যুর মুখেও পতিত হয়। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের নানাভাবে এই বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে করে মাসিক শুরু হলে সে মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে এবং অসুস্থ না হয়। এ

কালের কণ্ঠ  
এসএমসি  
ওয়াটার এইড  
গোলটেবিল

জন্য প্রতিটি পরিবারের অভিভাবক, স্কুলের শিক্ষক, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে যথাযথভাবে কাজ করতে হবে। গতকাল শনিবার দৈনিক কালের কণ্ঠ আয়োজিত 'আসুন মাসিক নিয়ে কথা বলি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন আলোচকরা। কালের

কণ্ঠ, ওয়াটার এইড ও এসএমসির যৌথ আয়োজনে গোলটেবিল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কনফারেন্স রুমে। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, স্বাগত বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়াটার এইডের পরিচালক (প্রোগ্রাম ও পলিসি) হাসিন জাহান। আলোচনায় অংশ নেন অতিরিক্ত আইজিপি ফাতেমা বেগম, মার্টিমোড গ্রুপের পরিচালক নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ রোকেয়া

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

## মাসিক সচেতনতা বাড়াতে হবে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আজার বেগম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফওজিয়া হোসেন, জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য সাখিয়া জাকের জেসি, ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড সাইকোলজি বিভাগের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ফায়েরজা আহমেদ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (রাষ্ট্র) অ্যাডভোকেসি অফিসার মেহের নিগার, সংগীতশিল্পী আখি আলমগীর, অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি, ওয়াটার এইডের পলিসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি স্পেশালিস্ট রুবাইয়া নূসরাত, আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তী ও ওমেপ ওয়ার্ডের পরিচালক ফারনাজ আলম শেরিন।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রথম প্রক্রিয়া হলো মাসিক। এই প্রক্রিয়ায় নারী সন্তান গর্ভ ধারণের পর জন্ম দেন। তাই নারীর মর্যাদা অনেক ওপরে। সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো কঠিন কাজটি করার জন্য সৃষ্টিকর্তা এভাবে ধাপে ধাপে নারীকে এগিয়ে দেন। তাই নারীর ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাসিক নিয়ে মেয়েদের সচেতন করার জন্য মা-বাবারাই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। এ জন্য মাসিক নিয়ে সচেতনতামূলক কোনো আয়োজন হলে সেখানে অবশ্যই মা-বাবাকে সম্পৃক্ত করা দরকার। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখনো মেয়েরা সব বিষয় সহজেই সব খানে বলতে পারে না। তাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করলে মাসিককালীন বা অন্য সমস্যাগুলো থেকে তারা রেহাই পেতে পারে। তিনি বলেন, সমাজের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিসহ সারা দেশের গ্রামের প্রতিনিধিদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতনতামূলক কাজ করতে হবে। যাতে মাসিক তাদের কাছে ভয় বা লজ্জার বিষয় না হয়। রাজধানীসহ দেশের সব অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় নারীবাধক টয়লেটের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে কাজ করার পরিকল্পনা করছে বলেও জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন বলেন, "একসময় মাসিক নিয়ে কোনো কথাই বলা যেত না। অনেক আগে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় স্বতন্ত্র মতো মেয়েকে নিয়ে লেখা আমার গল্প ছাপা হওয়ার পর ব্যাপক সমালোচনা হয়। বিচিত্রায় আমার লেখা ছাপা হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেক মেয়েই নির্ধিকায় মাসিক নিয়ে কথা বলে। কালের কণ্ঠ মনে করে, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা দরকার। সাইকেলের দুই চাকার মতো সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। তাই উভয় পক্ষকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।" ওয়াটার এইডের পরিচালক (প্রোগ্রাম ও পলিসি) হাসিন জাহান বলেন, "মাসিক খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। অঘাচ এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। মাসিকের কারণে

স্কুলগামী ৪০ শতাংশ মেয়ে প্রতি মাসে তিন দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। এই অনুপস্থিতির কারণে তাদের পড়ালেখা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা দেখা দরকার। এ ছাড়া আমাদের দেশের ৫৮ শতাংশের বেশি মেয়ে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পুরাতন কাপড় মাসিকের সময় ব্যবহার করে। এতে করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি এর পরিণতিতে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এসব বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নারীদের সচেতন করতে হবে।"

ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ রোকেয়া আজার বেগম বলেন, পাঠ্যপুস্তকে মাসিক বিষয়টা থাকলেও সেটা পড়ানো হয় না। তার একমাত্র কারণ হলো বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোচনা হয় না। ছাত্রীদের পরিবারের লোকজন চায় না, বিষয়টি নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে শিক্ষকেরা খোলামেলা আলোচনা করুক। ক্লাসরুমে যেহেতু আপাতত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই তাদের আলাদা করে বসিয়ে হলেও বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

অতিরিক্ত আইজিপি ফাতেমা বেগম বলেন, মাসিক নিয়ে সচেতনতা আরো বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রথমে পরিবারের অভিভাবককে প্রথমে সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবার, গণমাধ্যম ও বিনোদনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। একজন নারী যেন সহজে বুঝতে পারে এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আর একজন অভিভাবক যেন যথাসময়ে তাঁর মেয়ের জন্য যথাযথ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন সে ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সংগীতশিল্পী আখি আলমগীর বলেন, "মাসিক শুরুর আগেই আমার মা আমাকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন, পরবর্তী সময়ে আমি আমার ছোট বোনকে সচেতন করেছি। এর ধারাবাহিকতায় আমি আমার মেয়েদের সচেতন করছি। এ রকম প্রতিটি পরিবারে চালু হলে এ নিয়ে আর কোনো সমস্যা তৈরি হবে না।"

বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য সাখিয়া জাকের জেসি বলেন, "একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে মাসিক চলাকালীন প্র্যাকটিস করাটা কষ্টকর হয়ে যায়। আমি প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে দেখেছি, শিশু পর্ষীর একটি মেয়ে ক্রিকেটে অনেক ভালো। তার মাসে দু-তিনবার মাসিক হয়। বিষয়টি সে কাউকে জানায়নি। অনেক পরে যখন জানা গেছে তখনো মেয়েটির সূচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কেবল সূচিকিৎসার অভাবে আমরা একজন মেধাবী ক্রিকেটার হারিয়েছি। অনেকের ক্ষেত্রে এ রকম হয়ে থাকে। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।"

অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি বলেন, "আমি আমার জায়গা থেকে মাসিক নিয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য শতভাগ চেষ্টা করি।" আগামী দিনে এই প্রচেষ্টা আরো বাড়বে বলে জ্যোতিকা জ্যোতি উল্লেখ করেন।